দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

চকরিয়ায় স্কুলের মাঠ ভাড়া দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা বন্ধ

মুকুল কান্তি দাশ, চকরিয়া

কক্সবাজারের চকরিয়ায় উত্তর হারবাং মাধ্যমিক ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর খেলাধুলা এখন বন্ধ। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লাখ টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে স্কুলের খেলার মাঠ ভাড়া দেওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এদিকে মাঠে মজুদ করা মালামাল দ্রুত সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

একাধিক সূত্র জানায়, উপজেলার উত্তর হারবাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য খেলাধুলা করতে একটি মাত্র মাঠ রয়েছে। ওই মাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেলাল উদ্দিন এক লাখ টাকার বিনিময়ে তিন মাসের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রানা বিল্ডার্সকে ভাড়া দিয়েছেন। ওই প্রতিষ্ঠান সড়ক উন্নয়নের কাজ করার বিভিন্ন ভারী যন্ত্রপাতিসহ মালামাল মজুদ করেছে মাঠে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা তো করতে পারছে না, বরং স্কুলে যাতায়াতকালে মজুদকৃত সরঞ্জামের ধাক্কা খেয়ে আহত হচ্ছে অনেকেই। এ ছাড়া মাঠে রাখা গাড়িসহ বিভিন্ন মেশিনের আওয়াজে পড়ালেখায়ও বিঘ্ন ঘটছে।

উত্তর হারবাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী শেফা আক্তার জানায়, স্কুলের মাঠে বিভিন্ন সরঞ্জাম রাখায় আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না। হাঁটাচলা করতেও কষ্ট হচ্ছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কবির হোসেন জানায়, স্কুল মাঠে খেলাধুলা করতে না পারায় সরকারি ক্রীড়া অনুষ্ঠানেও যোগদানের প্রস্তুতি নিতে পারছি না।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সুমি দাশ ও আশরাফ ছিদ্দিকা বলেন, খেলার মাঠটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওই মাঠ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দিয়েছেন বলে শুনেছি। মাঠে উন্নয়নকাজের ভারী জিনিসপত্র মজুদ করায় শিশু ছাত্রছাত্রীদের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেলাল উদ্দিন এক লাখ টাকার চুক্তিতে মাঠ ভাড়া দেওয়ার ঘটনা স্বীকার করে বলেন, স্কুলের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে তিন মাসের জন্য মাঠ ভাড়া দিয়েছি। স্কুল মাঠ ভাড়া দেওয়ার ঘটনা উপজেলা প্রশাসনও জানে।

চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাহেদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা বন্ধ রেখে অন্য খাতে মাঠ ব্যবহারের ঘটনা শুনেছি। দ্রুত মজুদ করা সব সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হারবাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিরানুল ইসলামকে বলেছি। এ ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে।